দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ..JAN. 3 .1999. ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৪......

# ময়মনসিংহ জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমীতে চলছে তুঘলকি কাণ্ড

**নিজস্ব সংবাদদাতা,** *ময়মনসিংহ থেকে*

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ) ময়মনসিংহ-এর অভ্যন্তরে গত একদশক ধরে চলছে তুঘলকী কারবার। দাতাসংস্থা ও সরকারের টাকা হরিলুট হচ্ছে। এই একাডেমীতে অনিয়ম, দুর্নীতি ও অর্থ লোপাটের প্রক্রিয়া এখন প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে। সৃষ্টি হয়েছে এক নৈরাজ্যকর পরিবেশ। নেপ-এ প্রশিক্ষণ নিতে এসে অনেকে বিব্রতকর অবস্থার শিকার হচ্ছে অহরহ। একাডেমীর একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, নেপ'র কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের থাকার জন্য এর অভ্যন্তরে রয়েছে ২৪ ফ্লাটের ৫টি পৃথক আবাসিক ভবন। এর একটিতে থাকেন পরিচালক। ৪টিতে অপর কর্মকর্তা-কর্মচারী। এসব ভবনে ২৪টিরও অধিক পরিবার বসবাস করছে। প্রতিটি ভবনেই রয়েছে বিদ্যুত সংযোগ। অথচ কোনটিতেই বৈদ্যুতিক মিটার নেই গত এক দশক ধরে। বিদ্যুত ব্যবহারের জন্য প্রতি পরিবার নেপ পরিচালকের কাছে বিদ্যুত বিল পরিশোধ করে ৩শ' টাকা হারে। সূত্র জানায়, পুরো নেপ-এ বিদ্যুত সংযোগের ক্ষেত্রে একটি মেইন মিটার রয়েছে। সেই মিটারের রিডিং অনুযায়ী নেপকে প্রতি মাসে বিদ্যুত বিল পরিশোধ করতে হচ্ছে ১৮ থেকে ২০ হাজার টাকা। ২৪ পরিবারের কাছ থেকে ৩শ' টাকা হারে এই ক্ষেত্রে বিদ্যুত বিল আদায় হয় ৭ হাজার ২শ' টাকা মাত্র। বাকি টাকা নেপকে ভর্তুকি দিয়ে এই বিদ্যুত বিল পরিশোধ করা হয়। এভাবে গত ১০ বছরে অন্তত ১৫ কোটি টাকা নেপকে বিদ্যুত খাতে ভর্তুকি দিতে হয়েছে। অথচ পুরো নেপ-এর সিংহভাগ বিদ্যুত ব্যবহৃত হচ্ছে ঐ ২৪ ফ্ল্যাটে।

নেপ-এ প্রতিবছর গড়ে এক থেকে দেড় হাজার প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকে। এসব প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বছরে গড়ে ২০ লাখ টাকার কাগজ, কলম, ফাইল, বোর্ড, চক, ডাস্টার, মার্কার ও আর্ট পেপারজাতীয় স্টেশনারি প্রশিক্ষণ সামগ্রী কেনার প্রয়োজন পড়ে। অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্যও কাগজকলম, কালি বাবদ বছরে লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী কিনতে হয়। এ জন্য গত ৭ বছরে কোন টেন্ডার দিয়ে এসব সামগ্রী কেনা হয়েছে এমন নজির বিরল। নিয়ম রয়েছে ৫ শ' টাকার ওপরে কোন সামগ্রী কিনতে হলে টেন্ডার দিতে হবে। অথচ এখানে কথিত 'স্পট কোটেশনের' নামে নির্ধারিত কয়েকটি দোকান থেকে প্রতিবছর উচ্চমূল্যে লাখ লাখ টাকার স্টেশনারি কেনা হচ্ছে। নেপ-এর উন্নয়ন খাত ও রাজস্ব খাতেও রয়েছে নানা ঘাপলা। গত নবেম্বর '৯৮ মাসে পিস কোরের ২৪ জনের একটি ব্যাচ নেপ-এ প্রশিক্ষণ নিতে আসে আমেরিকা থেকে। অভিযোগ রয়েছে পিস কোরের সদস্যদের কাছ থেকে হোস্টেলের রং ও চুনকাম বাবদ নগদ-১ লাখ টাকা গ্রহণ করা হয়েছে এবং কোন টেন্ডার ছাড়াই এ কাজ করানো হয়েছে। পিস কোরের সদস্যদের ৮টি মূল্যবান ক্যামেরা এসময়ে হোস্টেল থেকে চুরি যায়। বিষয়টি শেষে থানায় মামলা পর্যন্ত গড়ায়। তবে পুলিশ ক্যামেরার কোন হদিস করতে পারেনি, কেউ গ্রেফতারও হয়নি। প্রাইমারী শিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্সের পরীক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার অপব্যবহার ও অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হয়েছে। একই ব্যক্তিকে টেবুলেটর স্ক্রাটিনাইজার ও পরীক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। বাংলা বিষয়ের এক শিক্ষিকাকে ৩ বিষয়ের প্রধান পরীক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। বিষয় ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ থাকার পরও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন অভিজ্ঞতা নেই এরকম অনেক ইনস্ট্রাক্টরকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে প্রধান পরীক্ষক হিসাবে। এক ইনস্ট্রাক্টরকে গণিতের প্রধান পরীক্ষক নিয়োগের বিষয়টি নেপ-এ এখন আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ময়মনসিংহ প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক ইনস্ট্রাক্টরকে অভিযোগের প্রেক্ষিতে টাঙ্গাইল বদলি করা হলে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে নেপ-এ এ্যাসিস্ট্যান্ট কন্ট্রোলার হিসাবে ও অন্য এক ব্যক্তিকে উপ-পরিচালক (প্রশাসন) হিসাবে যোগদানের বিষয়টিও মুখরোচক আলোচনার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে স্বজনপ্রীতির। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হবার ঘটনায় নেপ-পরিচালক ও ময়মনসিংহ প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের এক ইনস্ট্রাক্টর জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে। এ প্রশ্ন ফাঁস হবার ঘটনায় পরীক্ষা পিছানো হয়। অভিযোগ রয়েছে ঐ ইনস্ট্রাক্টর ময়মনসিংহ শহরের জিলা স্কুল রোডে অবস্থিত "দি ক্যাডেট কোচিং সেন্টারের" সঙ্গে জড়িত। প্রতিবছর এই কোচিং অভাবনীয় সাফল্যের পিছনে প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি জড়িত। চলতি বছর প্রশ্ন ফাঁসের বিষয়টি জানাজানি হয়ে গেলে ঐ ইনস্ট্রাক্টর তড়িঘড়ি করে বিদেশে একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে পাড়ি জমান। জানা গেছে, প্রশিক্ষণ কোর্সটি শুরুর এক মাস পর তিনি তাতে অংশ নেন। জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ পালন উপলক্ষে প্রতিবছর প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে পুরস্কার বিতরণ করার রেওয়াজ দীর্ঘদিনের। এতে দেশের ৫৪টি প্রাইমারী ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের বেস্ট পিটিআইদের পুরস্কৃত করা হয়। কিন্তু চলতি বছর তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। জানা গেছে পরিচালকের পছন্দসই পিটিআই নির্বাচিত না হবার কারণে এ পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানটি স্থগিত রাখা হয়েছে।

এসব ব্যাপারে নেপ পরিচালক ড. মোঃ আনোয়ারুল আজিজ জনকণ্ঠকে জানান, গত '৯৭ সালে নেপ-এ গ্যাস সংযোগ দেয়ার পর থেকে বিদ্যুত বিলের ভর্তুকি দিতে হচ্ছে না। ১৯৯৩ সাল থেকে বেশ সুনামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হচ্ছে দাবি করে তিনি জানান, বিষয়ভিত্তিক বিশেষজ্ঞ সঙ্কটের কারণে প্রধান পরীক্ষক নিয়োগে কিছুটা সমস্যা হয়েছে। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁসের তথ্য সঠিক নয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। ব্যক্তিগত একটি অভিযোগ তদন্তে বিলম্বের কারণে প্রশিক্ষণের জন্য ইনস্ট্রাক্টরের বিদেশ যেতে এক মাস দেরি হয় এবং স্টেশনারি ক্রয়, পিসকোরের টাকা গ্রহণ তার এখতিয়ারভুক্ত বলে পরিচালক জানান।